PRINT

সমকাল

কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস

স্বীকৃতির পর প্রথম পরীক্ষারই প্রশ্ন ফাঁস

১৪ এপ্রিল ২০১৯

সমকাল প্রতিবেদক

মাত্র গত বছর স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমানের স্বীকৃতি পেয়েছে কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস। তারপর আট মাসের মাথায় অনুষ্ঠিত প্রথম বোর্ড পরীক্ষাতেই ঘটে গেল কলঙ্কজনক ঘটনা। ফাঁস হলো প্রশ্নপত্র। এ জন্য পরীক্ষাও বাতিল করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি।

কওমি মাদ্রাসার একটি সূত্র জানায়, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান 'আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়্যাহ, বাংলাদেশ'। হাইয়াতুল উলইয়ার সদস্য মুফতি রুহুল আমিনকে আহ্বায়ক করে কমিটির সদস্য করা হয়েছে মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মুফতি মোহাম্মদ আলী, মাওলানা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ও মাওলানা মাহফুজুল হককে।

কওমি মাদ্রাসার ছয়টি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সরকার স্বীকৃত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়্যাহ। দাওরায়ে হাদিসের (তাকমিল জামাত) পরীক্ষা তাদের অধীনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে প্রশ্ন ফাঁসের কারণে গতকাল শনিবারের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান দিয়েছে সরকার।

আগের কয়েকটি পরীক্ষায় ফরিদাবাদ মাদ্রাসাসহ কয়েকটি স্থানে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের খবর পাওয়া যায়। এর পর গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে আহমদ শফীর নিয়ন্ত্রণাধীন আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়্যাহ'র কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান আল্লামা আশরাফ আলী। এতে বেফাকের মেশকাতের (ফজিলত) কেন্দ্রীয় পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, আগামী ২৩ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত তাকমিল হাদিসের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে ১ মে পরীক্ষা হবে না।

এদিকে, প্রশ্নপত্র ফাঁস বিষয়ে বোর্ডের আলেমরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বলে বৈঠকে উপস্থিতি দায়িত্বশীল আলেমদের সূত্রে জানা গেছে। প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে নতুন করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র পরিবহন, কেন্দ্রে নেওয়া, বিশেষ তালার ব্যবস্থা করা, তালার চাবি সুনির্দিষ্ট এক থেকে দু'জনের কাছে রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আলেমরা। বৈঠকে 'আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়্যাহ'র মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস, মাওলানা নুর হোসাইন কাসেমী, মুফতি রুহুল আমিন, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা শামসুদ্দিন জিয়া, মুফতি ফয়জুল্লাহ, মাওলানা মাহফুজুল হক, মাওলানা সাজিদুর রহমানসহ বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ৮ এপ্রিল থেকে সারাদেশে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা শুরু হয়, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৮ এপ্রিল। এবার পরীক্ষার্থী মোট ২৬ হাজার ৭২১ জন। কওমি মাদ্রাসার ছয়টি শিক্ষা বোর্ড হলো- বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা বাংলাদেশ, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশ, তানজিমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া বাংলাদেশ ও জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

২০১৭ সালে দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বছর ১৯ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত বিল সংসদে পাস হয়।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com